‘কাদের সিদ্দীকি’ কাদের পক্ষে? (শেষ পর্ব)

স্বাধীনতা উত্তরঃ কাদের সিদ্দিকী’র পিতা এবং পরিবার সম্পর্কে স্বাধীনতা ৭১ গ্রন্থে কাদের সিদ্দিকী’র নিজস্ব র্বননাতেই তার পিতা এবং পরিবারের ক্ষমতার অপব্যাবহার এবং স্বেচ্ছাচারিতা ফুটে উঠেছে। কাদের সিদ্দিকী’র ভাষায়, “ টাঙ্গাইল জেলায় বিভিন্ন সরকারী অফিসে তার পিতার উপদ্রবের কথা বঙ্গবন্ধু’র কানে গেলে, বঙ্গবন্ধু স্বয়ং কাদের সিদ্দিকী’কে ডেকে নিয়ে তার পিতাকে হজ্বে পাঠিয়ে দেওয়ার পরার্মশ দেন! স্বাধীনতা পরর্বতী সময়ে কাদের সিদ্দিকী’র পিতা এবং পরিবার, টাঙ্গাইল জেলা’কে তাদের ত্রাসের রাজত্বে পরিনত করেছিল, যার রেশ, এখনও মুছে যায় নাই।

কাদের সিদ্দিকী’র সোনার বাংলাঃ ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সোনার বংলা গড়ার ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে(?) কাদের সিদ্দিকী এবং তার ভাইয়েরা মিলে গঠন করেন, ‘সোনার বাংলা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি’। টাঙ্গাইল জেলায় যাদের টেন্ডারবাজি’র কাহিনী’র সাথে মারাঠা র্বগী’দের অত্যাচার তূলনীয়। ‘সোনার বাংলা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি’র অত্যাচারে, সড়ক ও জনপদ (Roads & Highways) বিভাগের ঊর্ধতন ইঞ্জিনিয়ার’রা কিভাবে রাতের অন্ধকারে টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিজ্ঘ হয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসেন, তা কবি আবুল কাশেম ফেরদৌসি’র মতো প্রতিভাবান কারো হাতে পড়লে ‘শাহনামা’র মত ‘কাদের নামা’ রচয়িত হবার সম্ভাবনা থাকত। কাদের সিদ্দিকী’র ভাই ‘আযাদ সিদ্দিকী’র নাম উঠেছিল র্শীষতালিকায়! তবে মেধার জন্য নয়, সন্ত্রাসের জন্য; র্শীষ সন্ত্রাসী হিসাবে।

কাদের সিদ্দিকী এবং এক শহীদ পরিবারা (হুমায়ুন আহমেদ)ঃ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর পর থেকেই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ‘ফিডেল ক্যাস্ট্রো’র মত দেখতে, কিংবদন্তী কাদের সিদ্দিকী’র কাছে দেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল। অতন্ত দুখঃজনক হলেও সত্য যে, কাদের সিদ্দিকী প্রায় প্রতি পদেই আমাদের হতাশ করেছিলেন।

মৃত্যুর কিছুদিন আগে হুমায়ুন আহমেদ তার শেষ উপন্যাস ‘দেয়াল’এ লিখেছেন (পৃষ্ঠা ৯৫); ‘আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে পরিত্যক্ত বিশাল এক তিনতলা বাড়িতে দলবল নিয়ে থাকতেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। রক্ষীবাহিনী আমাদের রাস্তায় রের করে দেওয়ার পর সাহায্যের আশা আমি তার কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ে তাকে বিরক্ত করায় অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন”!

হীনমন্যতা, না উন্নাসিকতা! মুক্তিবাহিনী'র সব্বাধিনায়ক প্রাক্তন কর্নেল (পরর্বতীতে জেনারেল) ওসমানী'র দেখাদেখি কাদেরিয়া বাহিনীর সব্বাধিনায়ক প্রাক্তন সৈনিক কাদের সিদ্দিকী'ও নিজেকে সি, এন, সি বলে পরিচয় দিতেন। এই নিয়ে সব্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী' যে তার উপর প্রচন্ড বিরক্ত হয়েছিলেন; তা ঘটনা প্রসঙ্গে বের হয়ে এসেছে তার নিজের লেখা গ্রন্থ 'স্বাধীনতা ৭১'। কিন্তু তাতেও দমে যাবার পাত্র নন কাদের সিদ্দিকী। মুক্তিবাহিনী'র সব্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী'র দেখাদেখি তিনিও নামের আগে বঙ্গবীর লেখা শুরু করলেন। আমি বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের উপর অনেক গবেষনা করেছি, কিন্তু বঙ্গবীর খেতাব'এর উৎপত্তিস্থল অথবা কে বা কাহারা কেন শুধু মাত্র দুইজনকে এই খেতাব দিয়াছিলেন তাহার কোন হদিস পাই নাই।

কাদের সিদ্দিকী সম্পর্কে বহুল প্রচলিত দুইটি ধারনা (myth) প্রচলিত রয়েছে। একটি হচ্ছে যে, তিনিই 'একমাত্র বেসামরিক 'বীর উত্তম' খেতাব প্রাপ্ত আর অন্যটি হচ্ছে ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালের হত্যাকান্ডের পরে তিনিই একমাত্র এর সশস্ত্র প্রতিবাদ করেছিলেন! আসুন, ইতিহাসের স্বার্থেই এই দুইটি প্রচলিত ধারনা সম্পর্কে একটু আলোচনা করি।

সম্প্রতি আদালতে প্রদত্ত বক্তব্যে জনাব কাদের সিদ্দিকী' দাবী করেছেন যে, তিনিই 'একমাত্র বেসামরিক বীর উত্তম! সত্যের কল সত্যিই বাতাসে নড়ে'। যদিও কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, সুযোগ পেলে বা সুযোগ তৈরী করে তোতা পাখিত মত বলেই চলেছেন আমি'ই একমাত্র বেসামরিক বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত। দুঃক্ষের বিষয়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক লেখক এবং তথাকথিত গবেষকগন'ও সেই ভূল উদ্ধৃতি বিভিন্ন সময় ব্যাবহার করে চলেছেন।

আসলে কি ব্যাপারটা তাই! কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর এই দাবী সর্ম্পূন মিথ্যা; কারন কাদের সিদ্দিকী ব্যাতীত; শহীদ খাজা নিজামুদ্দিন, প্রকৌশলী এম, এইচ সিদ্দিকী (কমল সিদ্দিকী), দুই জন নেভাল কমান্ডো মহম্মদ শাহ আলম (ছাত্র এবং পরর্বতীতে চিকিৎসক) ও মোজাহার উল্লাহ, এবং আরো তিন জন পি আই এ'র ক্যাপ্টেন সহ মোট আরো সাতজন বেসামরিক ব্যাক্তি বীর উত্তম পদকে ভূষিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ গেজেটে এদের সবার নাম আছে।

তবে একথা সত্যি, বেসামরিক বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্তদের মধ্যে; জনাব কাদের সিদ্দিকী'ই একমাত্র বেসামরিক বীর উত্তম, যিনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত তার এই খেতাবের কথা প্রতিদিন মনে করিয়ে দিতে ভালবাসেন!

১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পরে আরো আনেকের মত তৎকালীন টাঙ্গাইলের গর্ভনর কাদেরিয়া বাহিনীর প্রধান কাদের সিদ্দিকী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান খুনী মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করার উদ্যেশে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মোস্তফা মহসীন মন্টু, সৈয়দ নুরু (নুরুল ইসলাম সৈয়দ) প্রমূখ। নিঃসন্দেহে এদের সবার মধ্যে কাদের সিদ্দিকী ছিলেন সবচেয়ে বেশী পরিচিত। সেই প্রতিরোধ যুদ্ধে কাদেরিয়া বাহিনী থেকেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক যোদ্ধা অংশগ্রহন করেছিলেন।

সৈয়দ নুরু ১৯৭১ (সূত্রঃ আমার একাত্তুর, আমার যুদ্ধ, ডঃ নুরুন নবী)

সেই ব্যর্থ প্রতিরোধ যুদ্ধে কয়েকশত মুক্তিযোদ্ধা জীবন উৎর্সগ করেন, যাদের ত্যাগের কথা আমরা জানিনা। আমরা শুধু জানি, বিশ্বজিত নন্দী'র কথা; কারন তিনি জীবিত অবস্থায় ধরা পড়েন এবং বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয় (যদিও পরর্বতীতে আন্দোলনের চাপে সেই আদেশ কার্যকর হয় নাই)। বিশ্বজিত নন্দী'র বইয়েই আমরা সেই প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিশদ বিবরন পাই। টাঙ্গাইল অঞ্চলে সেই যুদ্ধের তীব্রতার কারনেই ৭৫ এর পর ঘাটাইল'এ প্রতিষ্ঠিত হয় টাঙ্গাইল ক্যান্টনমেন্ট।

সৈয়দ নুরু ১৯৭১ (সূত্রঃ একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়, আনোয়ার উল আলম শহীদ)

সৈয়দ নুরু (নুরুল ইসলাম সৈয়দ) ছিলেন ১৯৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং কাদেরিয়া বাহিনীর অন্যতম সংগঠক। যেমন্ ছিলেন কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ (তদানীন্তন ছাত্রনেতা, পরর্বতীতে রক্ষীবাহিনীর উপ-প্রধান, স্পেনে নিযুক্ত প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, তদানীন্তন ছাত্র এবং র্বতমানে নিউ র্জাসী প্রবাসী ডঃ নুরুন নবী প্রমূখ)। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার সময়ে সৈয়দ নুরু ছিলেন ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সভাপতি। সততা এবং নেতৃত্বের গুনাবলীর কারনে র্কমীদের মধ্যে সৈয়দ নুরু ছিলেন অসম্ভব প্রিয় ব্যাক্তিত্ব; এবং সকলের প্রিয় নুরু ভাই। সেই র্ব্যাথ প্রতিরোধ যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ নুরু। যিনি প্রতিরোধ যুদ্ধের এক পর্যায়ে রহস্যজনক ভাবে(!) নিহত হন। কাদের সিদ্দিকী' স্বয়ং, যে বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ নুরু'কে হত্যা করেছিলেন, বিস্তারিত বিবরন না জানলেও, 'পরর্বতীতে ওপেন সিক্রেট' হিসাবেই অনেকেই তা জানত বা বিশ্বাস করতো।

১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে কাদের সিদ্দিকীর অন্যতম সহযোগী ছিলেন, মহিবুল ইজদানী খান ডাবলু, (সাবেক নিব্বাচিত কাউন্সিলর স্টকহলম সিটি কাউন্সিল স্টকহলম ডিস্ট্রিক কাউন্সিল)। কয়েক মাস আগে স্টকহলম, সুইডেন থেকে লেখা এবং দৈনিক আমাদের সময়ে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি বিস্তারিত ভাবে বিবরন দিয়েছেন ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পরর্বতী দিনগুলির এবং সৈয়দ নুরু নিহত হবার প্রেক্ষাপট। তিনি লিখেছেন, প্রতিরোধ যুদ্ধের এক পর্যায়ে, যোদ্ধাদের মধ্যে সৈয়দ নুরুর জনপ্রিয়তা এবং গ্রহনযোগ্যতা দেখে কাদের সিদ্দিকী ঈর্ষান্বিত এবং এক পর্যায়ে আতংকিত হয়ে পড়েন। নেতৃত্ব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় এক পর্যায়ে কাদের সিদ্দিকী স্বয়ং হত্যা করেন সৈয়দ নুরু'কে।

র্বতমানে কাদের সিদ্দিকী নিয়মিত পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে থাকেন, টকশো'তে অংশগ্রহন করেন। কথা র্বাতায় অথবা আকার ইঙ্গিতে, তার সম্বন্ধে কেউ কোন অপ্রিয় মন্তব্য করলে তা মাটিতে পরতে দেন না বা তার জবাব দিতে বিন্দুমাত্র কশুর করেন না । অথচ কাদের সিদ্দিকী সম্পর্কে বহুল প্রচলিত দুইটি ধারনা (myth) খন্ডন করে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত (পত্রিকায় বা গেজেটে) হয়েছে, সেই সম্পর্কে সর্ম্পূন চূপ মেরে গেছেন বা মৌন রয়েছেন। এই মৌনতাই কি সম্মতির লক্ষন, না কি এই ক্ষেত্রে Don't ask, don't tell policy গ্রহন করেছেন; একাত্তুরের এই বীর যোদ্ধা!

র্বতমান অবস্থানঃ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা প্রথমদিকে শাহবাগ আন্দোলনে প্রতি সাধারন মানুষের সর্মথন দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং এই আন্দোলন তথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি'কে বিতর্কিত এবং বিভ্রান্ত করার পথ খুজতে থাকে। এই জন্য তারা কয়েকটি ফ্রন্টে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি'কে একযোগে আক্রমন করে, যেমনঃ

১। শাহবাগ তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, নাস্তিক এবং ইসলাম র্ধম বিরোধী!
প্রথমত এই উদ্দেশ্যে তারা রাজীবের মত (সম্ভবত জামাত-শিবিরের র্কমী/এজেন্ট) কিছু ব্লগারের মাধ্যমে পবিত্র র্ধম ইসলাম সম্পর্কে অশ্লীল এবং আপত্তিকর মন্তব্য ব্লগে প্রকাশ করে এবং তা প্রচারমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এই কাজ তারা খুবই দক্ষতার সাথে অতি দ্রুত সম্পন্ন করে এবং র্ধমপ্রান মানুষের এক বড় অংশকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়।

২। মুক্তিযোদ্ধারাই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে!
এই উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বঙ্গবন্ধুর খুনীদের তালিকা প্রচার করে এবং দাবী করে মুক্তিযোদ্ধারাই বঙ্গবন্ধু'কে হত্যা করেছিল।

৩। র্বতমান সরকারের হাতে ইসলাম র্ধম বিপন্ন এবং র্বতমান সরকার ইসলাম র্ধম বিরোধী'দের পৃষ্ঠপোষকতা এবং রক্ষা করছে!
এই উদ্দেশ্যে তারা বায়তুল মোকাররামের উত্তর গেট বন্ধ করে দেওয়ার খবর তারা বিকৃতভাবে প্রচার করে এবং চাঁদে সাঈদীর ছবি দেখা যাওয়ার মত হাস্যকর খবর প্রচার করে এবং অনেক অশিক্ষিত সাধারন মানুষ তা বিশ্বাস'ও করে!

৪।র্বতমান সরকারে অনেক রাজাকার আছে।
এই উদ্দেশ্যে তারা নূতনভাবে রাজাকারের সংজ্ঞা তৈরী করে এবং এইসব নূতন রাজাকারদের (যেমন ম, খা আলমগীর) বিচারের দাবী জানায়!
এর মাধ্যমেও অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যায়, নতুন বির্তকের সৃষ্টি হয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের সংগঠিত দলীয় র্কমী বাহিনী এবং প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে চারটি ফ্রন্টেই আশাতীত সাফল্য লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের এই সাফল্য লাভের পিছনে আরো রয়েছে; 'সাধারন জনসাধারন এবং আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলাম র্ধমের প্রভাব' সম্পর্কে বাম-নেতৃত্বাধীন শাহবাগ প্রজন্মের অজ্ঞতা এবং উদাসীনতা। বিনাকারনে, ভারতীয় উৎসাহ, সর্মথন এবং সম্পৃক্ততার খবর ফলাও করে প্রচার করাও, এই শাহবাগ আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারন হয়েছে।

দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের এবং বিরোধীতাকারী শক্তির মধ্যে মেরুকরন এবং সংঘাত বিদ্যমান, এই সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী আশাতীতভাবে সর্মথন পেলেন এক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে! তিনি হচ্ছেন কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম! যিনি বেশ কিছু দিন ধরেই তিনি সুযোগ পেলেই চেষ্টা করেছেন অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় প্রতিপন্ন করতে! যেমন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, মুক্তিহবাহিনীর উপ-সর্বাধিনায়ক এ, কে খন্দকার বীর উত্তম এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী, মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে সংসদের ডেপুটি স্পীকার কর্নেল শওকত আলী(অব), সম্পর্কে বলেছেন নিম্নমার্গের কথা।

শাহবাগ চত্বরে প্রজন্ম আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে মনে হয় কাদের সিদ্দিকীর গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। জামায়াত-শিবির এর সাথে সুরে সুর মিলিয়ে তিনি এই আন্দোলন'কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আদা-জল খেয়ে নেমেছেন। শাহবাগে না যাওয়ার খোঁড়া যুক্তি হিসাবে তিনি বলেছেন যে, শাহবাগ হচ্ছে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ' দের মত শহুরে (শিক্ষিত) মুক্তিযোদ্ধা'দের জায়গা!

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে কাদের সিদ্দিকী'র কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক; অতীতের মান-অভিমান ভূলে, সংকীর্নতার উর্ধে তিনি নিজেকে তুলে ধরবেন; শাহবাগ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দিবেন। কাদের সিদ্দিকী'র নৈতিক দ্বায়িত্ব ছিল, কলাম আর টকশো'র মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের অপপ্রচার এর জবাব দেওয়া; যেমন, রাজীবের মত (সম্ভবত জামাত-শিবিরের কর্মী/এজেন্ট) কিছু ব্লগারের দুস্কর্মের/স্যাবোটাজ এর জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি খারাপ হতে পারে না। যেমন পারে না, কিছু খারাপ মুসলমানের কাজের জন্য ইসলাম র্ধম তো খারাপ হতে। মেজর ডালিম মেজর নুর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাথে প্রতক্ষ্যভাবে জড়িত ছিল যেমন সত্য, ঠিক তেমনি ভাবে সত্য ইসলামের তিন খলিফাকে সাহাবী/মুসলমানরাই হত্যা করেছিল। সাহাবী/মুসলমানরা খলিফা হযরত ওমর, খলিফা হযরত ওসমান এবং খলিফা হযরত আলী'কে হত্যা করেছিল সেই কারনে কিন্তু এই তিন খলিফা খারাপ বা বিতর্কিত হয়ে যান নাই। একই কারনে বঙ্গবন্ধুও খারাপ বা বিতর্কিত হতে পারেন না।

অত্যন্ত দুখঃজনক হলেও সত্য, যখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তির মধ্যে বিভেদ এর চেষ্টা চালানো হচ্ছে; আর তখন কাদের সিদ্দীকি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী শক্তির ফিফথ কলাম'এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন! কাদের সিদ্দীকি তার কলামে বলছেন, তাকে নাকি মানুষ প্রশ্ন করে, "আমরা কি ভবিষ্যতে মসজিদে নামাজ পড়তে পারব"? আমার প্রশ্ন, জনাব কাদের সিদ্দিকী, আপনি কি জানেন না, যে এই দেশে কখনোই কোন দিন কাউকেই এই ধরনের কাল্পনিক সমস্যার সম্মূখীন হতে হয় নাই?

স্বাধীনতা বিরোধীরা কাদের সিদ্দীকি বীর উত্তম' এবং তার বক্তব্য'কে যখন এবং যেভাবে দরকার, সেই ভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যাবহার করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বুঝে অথবা না বুঝে কাদের সিদ্দিকী স্বাধীনতা বিরোধীদের 'মাউথপিস' হিসাবে ব্যাবহৃত হয়ে আসছেন।

কাদের সিদ্দিকী'র র্বতমান বিতর্কিত অবস্থান, তার কোন এককালীন সাময়িক বিভ্রান্তি নয়। আমি গত পর্বে বলেছিলাম যে কাদের সিদ্দিকী ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে সাধারন সৈনিক হিসাবে অংশগ্রহন করেছিলেন এই কারনে যে, স্বাধীনতা পরর্বতী দিনের কার্যকলাপে তার শিক্ষার অভাব বা হীনমন্যতাই বার বার প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। কাদের সিদ্দিকী'র সূর্দীঘ ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই কাদের সিদ্দিকী বীর মুক্তিযোদ্ধা হলেও; বরাবরই উচ্চাভিলাষী, ক্ষমতালিপ্সু, মাথাগরম এবং র্বতমানে এক হতাশ ও বিভ্রান্ত রাজনীতিবিদ, যিনি হয়ত অজ্ঞতাবশতই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী শক্তির পক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন

তথ্যসূত্রঃ

১। স্বাধীনতা ৭১, কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম
২। একাত্তর আমার শ্রেষ্ঠ সময়, আনোয়ার উল আলম শহীদ
৩। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ
৪। আমার একাত্তর, আমার যুদ্ধ, ডঃ নুরুন নবী
৫। দেয়াল, হুমায়ুন আহমেদ
৬। দৈনিক আমাদের সময়, মহিবুল ইজদানী খান ডাবলু, সাবেক নিব্বাচিত কাউন্সিলর স্টকহলম সিটি কাউন্সিল স্টকহলম ডিস্ট্রিক কাউন্সিল

নাজমুল আহসান শেখ, ৩০ র্মাচ ২০১৩ সিডনী